আজকের কাগজ

তারিখ 07 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

২৬

24

প্রধানমন্ত্রী আজ উদ্বোধন করবেন

টেলিভিশনে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম শুরু

শাহীদ সিরাজ : বাংলাদেশে ওপেন ইউনিভারসিটি অথবা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একটি নতুন ধারণা। আমরা অনেকেই জানতে চাই ওপেন ইউনিভারসিটি কি জিনিস-এর নাম ওপেন ইউনিভারসিটি হলো কেনো? প্রথমেই বলা দরকার উন্মুক্ততা কোন্ দিক দিয়ে। কয়েকটি অর্থে এই বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত। যেমন আসনের দিক দিয়ে এটা উন্মুক্ত অর্থাৎ এখানে আসন সংখ্যা প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সীমিত নয়। গোটা দেশের মানুষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হতে পারেন। পদ্ধতির দিক দিয়ে এটা উন্মুক্ত। সাধারণ পদ্ধতিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এবং শিক্ষককে একটা যায়গায় জড়ো হয়ে মুখোমুখি ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, এই পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী কিন্তু যখন ছাত্র সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় তখন এই পদ্ধতির পাশাপাশি অন্য পদ্ধতি চালু করতে হয় যেমন ওপেন ইউনিভারসিটি। সুতরাং পদ্ধতির দিক দিয়ে এটা উন্মুক্ত। আরেকটা হচ্ছে বয়সের দিক দিয়ে এটা উন্মুক্ত। আমরা জানি যে, কোনো কারণে কেউ যদি পড়াশুনা করতে না পারে তাহলে তার বয়স বেড়ে যায় এবং পরবর্তীতে সে আর প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, কিন্তু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বয়সের কোনো বাচ-বিচার নেই। পাঠ্যবিষয়ের দিক দিয়েও এটা উন্মুক্ত অর্থাৎ যে কোনো বিষয় নিয়েই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো যায়। পাঠ্যক্রমের সময়ের দিক দিয়েও এটি উন্মুক্ত অর্থাৎ প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন নির্ধারিত সময়ের পাঠ্যক্রম শেষে পরীক্ষা দিতে হয়, এখানে সে রকম বাধাধরা নিয়ম নেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে কোনো সময়ে পরীক্ষা দিতে পারেন। প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ে চক এন্ড টক মেথডের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয় অর্থাৎ ক্লাসরুমে শিক্ষক আসেন, তিনি ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করেন, তার গলা ব্যবহার করেন এবং পড়ান। এখানেও গলা ব্যবহার করা হবে। তবে পাঠক্রমের যে পদ্ধতি তা হলো একটি মুদ্রিত পাঠক্রম থাকবে কোনো এক বিষয়ের। সেটা শিক্ষার্থীর বাড়িতে পৌছে দেয়া হবে একটা নির্ধারিত ফির বিনিময়ে। সেই শিক্ষা পাঠক্রমটা দু'বছরের হতে পারে সাধারণত। তবে একবছর এমনকি ছ-মাসেরও হতে পারে কখনো কখনো। এই পাঠক্রমে বলে দেয়া হবে কবে কোন্ সময় রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে ঐ বিষয়টি পড়ানো হবে, তখন সে পাঠক্রম অনুযায়ী রেডিও অথবা টেলিভিশনে শুনবে, দেখবে এবং শিখবে। যদি সে কোনো কারণে অংশগ্রহণ করতে না পারে তবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের

আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে ঐ বিষয়ের অডিও অথবা ভিডিও ক্যাসেট সংরক্ষিত থাকবে যা সে ইচ্ছে অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে। অতএব এখানে পড়াশুনার উপকরণগুলো হচ্ছে- কিছু পড়া, কিছু শোনা এবং কিছু দেখা। আর এই মিলে হলো উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ১৯৭৬ সালে ডঃ মোহাম্মদ শমসের আলী প্রথম কথা বলেন। সেই সময়ের বাংলাদেশের জন্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ধারণাটি অনেক আগাম হলেও এদ্দিনে এসে তা রূপ নিতে শুরু করেছে, আজ থেকে প্রচার মাধ্যমে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। যাকে অন্য অর্থে ETV অর্থাৎ এডুকেশন টেলিভিশন বলা হয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই এই ব্যবস্থাটি চালু রয়েছে।

পৃথিবীর অন্য দশটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধে এবং আমাদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে, এর কতটুকু থাকবে, জানতে চাইলে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মোহাম্মদ শমসের আলী বলেন : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাশ হয়েছে। এটা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর একশত সত্তর কোটি টাকার প্রজেক্ট। এই প্রকল্প শেষ হতে পাঁচ বছর সময় লাগবে। এর অবকাঠামোর মধ্যে গাজীপুরে প্রধান ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে সর্বাধুনিক ইলেকট্রনিক টেকনোলজির ব্যবহার করে মিডিয়া সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেখানে অডিও ভিজ্যুয়েল মেটেরিয়াল তৈরি করে সংরক্ষণ এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে বিলি করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে বাইরের সাহায্যে মিডিয়াতে পাঠ্যক্রম চালু থাকবে। আজ থেকে শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের বাকী ছয়দিন সন্ধ্যে ৬-৩০ মিনিটে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ওপেন ইউনিভার্সিটি ক্লাশ শুরু হবে। আমরা আশা করছি এই চাপ আস্তে আস্তে বাড়বে এবং তখন ওপেন ইউনিভার্সিটির জন্য অন্য একটি টেলিভিশন চ্যানেল চালু করার ব্যাপারে সরকার এখনই ভাবছেন। আশা করা যাচ্ছে জাপান সরকার এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি অপ্রচলিত শিক্ষাক্রমও চালু থাকবে যেমন, কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে শিক্ষামূলক ভিডিও চিত্র মিডিয়াতে প্রচারের পরে আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে সংরক্ষিত হবে এবং জনগণ তার প্রয়োজনে বহুবার ব্যবহারে দেখবে, শিখবে এবং উদ্বুদ্ধ হবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাটি আমাদের জাতীয় উন্নয়নে একটা বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।